নৈতিক স্মৃতিচারণ হিসেবে ইতিহাস । সিপি গ্যাং-এর 'বেশ্যা' ব্যানার-৪

রূপক, "মাফ চাওয়া" ও বেশ্যাদের জীবনকাহিনী

রেহনুমা আহমেদ

একটি ঘটনা কেন্দ্র করে লেখাটির শুরু। ক্রমে তা বিস্তৃত হয়েছে ইতিহাস ও সমাজের ক্ষমতা সম্পর্কের, চিন্তা ও ভাষা বুননের গভীর অনুসন্ধান এবং ক্ষুরধার বিশ্লেষণ নিয়ে। *সর্বজনকথায়* ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এবারে চতুর্থ পর্ব।

সিপি গ্যাং-এর "বুদ্ধিবেশ্যা": একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রূপক

"উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রূপক" হচ্ছে ভাষাবিদ জনাথান চার্টারিস-ব্ল্যাক এর উদ্ভাবিত বিশ্লেষণের tool (যন্ত্রপাতি),[১] সিপি গ্যাংয়ের "বুদ্ধিবেশ্যা"র ব্যবহার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রূপকের ভালো উদাহরণ।

রূপক হচ্ছে একটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যা সাধারণত নির্দিষ্ট কিছুকে বোঝায় কিন্তু ব্যবহার করা হয় ভিন্ন কিছুকে বোঝানোর জন্য, যেমন কিনা সিপি গ্যাং "বুদ্ধি" (বুদ্ধিজীবীর সংক্ষেপণ)-র সাথে যুক্ত করেছে "বেশ্যা"কে, ভালো বুদ্ধিজীবীদের মন্দ বুদ্ধিজীবীদের থেকে পৃথক করার জন্য। ভালো'রা ৭১ সম্বন্ধে সত্য কথা বলেন (বেশ্যা নন) আর মন্দ'রা "মারাত্মক ক্ষতিকর," সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে পাবলিককে "বিভ্রান্ত" করেন (ঠিক বেশ্যাদের মতো)।

চার্টারিস-ব্ল্যাক বলেন, রূপককে বিশ্লেষণ করার যন্ত্রপাতি হিসেবে "উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রূপক" (purposeful metaphor)-এর ধারণাটা "ইচ্ছাকৃত রূপক" (deliberative metaphor)-এর ধারণার চাইতে আরো কাজের কারণ দ্বিতীয়টি রূপককে "একান্তভাবে...চিন্তা বা ভাষা'র বিষয় হিসেবে বিচার করে।[২] পক্ষান্তরে, "উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রূপক"এর ধারণা রূপকটির "সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রণোদনা"র প্রতি সূক্ষ্মদৃষ্টি প্রদান করে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রূপকের ধারণা "যোগাযোগ করার উদ্দেশ্য"র উপর গুরুত্ব দেয়, উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের উচ্চারিত এ কথাগুলো, "মিস্টার গর্বাচেভ, দেয়ালটি ভেঙ্গে ফেলুন" (বার্লিন, ১৯৮৭)।[৩]

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রূপক দর্শকদের কিছু একটা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে, যেটি প্রকাশ পায় "ইম্পেরাটিভ" (আদেশসূচক) এর ব্যবহার দ্বারা, "দ্বিধা-দ্বন্দের অনুপস্থিতি" দ্বারা ও রূপকের "উদ্দিষ্ট পরিণতি" দ্বারা।[৪] উদ্ধৃত করছি,

...রাজি করানো ঘটনাচক্রে বা কপালের জোরে ঘটে না বরং বক্তার আড়ম্বরপূর্ণ ভাষার (rhetoric) পিছনের লক্ষ্য- উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করার সামর্থ্য দ্বারা। [উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রূপকের] লক্ষ্য হচ্ছে কোনো একটি বিষয়ে দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানো আর এই পাল্টানো না ঘটলে বলা সম্ভব না যে [বাস্তবে দর্শককে] রাজি করানো হয়েছে।[৫] (Charteris-Black, ২০১১, পৃ. ১৩-১৪)।

কোনো একটি প্রস্তাবনাকে একাধিক উপায়ে প্রকাশ করা যেতে পারে কিন্তু ভাষা-ব্যবহারকারীরা (মানে আপনি, আমি) একটি রূপকের পরিবর্তে আরেকটি রূপক ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেই। যেমন ধরুন, অভিবাসনে অন্যান্য জাতির মানুষ দেশে প্রবেশ করায় সমাজে 'বৈচিত্র্য' আসে, এতে আনন্দ প্রকাশ না করে একজন বর্ণবাদী বক্তা হয়ত এভাবে বলবেন, "বন্যা বা জোয়ারের মতো অভিবাসী"রা দেশে ঢুকে পড়ছে। সুতরাং, আমরা যখন রূপকের মুখোমুখি হই, তখন আমাদের প্রশ্ন করতে হবে, কেন এই বিশেষ রূপক, অন্য কোনোটি নয় কেন? স্টিফেন বল্ এর ভাষায়, "কেন, সেই বিশেষ সময়ে এই বিশেষ শব্দগুলো বলা হয়েছিল যখন এক গাদা অন্য, অনেক কিছু বলা যেত?'[৬]

আর এই সূত্রে আগের প্রশ্নে ফিরে যেতে চাই, কেন "বুদ্ধিবেশ্যা"? কেন "রাজাকার বুদ্ধিজীবী" নয়?

চার্টারিস-ব্ল্যাক আরো বলেন, বাছাই করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। তার কারণ, এটি আমাদের নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রতি মনোযোগী করে তোলে। বিশ্লেষণের তাগিদ থেকে আমাদের এই প্রশ্ন উত্থাপন করতে হবে : রূপকটি কি জেনেবুঝে ইচ্ছাকৃতভাবেই বাছাই করা হয় কারণ ওটাই "লেখকের উদ্দেশ্য"র সাথে খাপ খায়? "ভয়-ভীতির অনুভূতিকে গভীরতর" করে। চার্টারিস-ব্ল্যাক বলেন, রূপকের বাছাই "একটি অসহায় দলের উপর একটি অধিকতর ক্ষমতাশালী সামাজিক দলের আধিপত্য[কে]" প্রকাশ করে।[৭]

রূপক ও তার উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করা জরুরি কেন? কারণ "যে রূপকটি বাছাই করা হয় সেটি সামাজিক বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় ও তাকে শক্তিশালী করে।" এ ব্যাপারে আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরি, "বিশেষ করে যদি সেগুলো শোষণমূলক সামাজিক সম্পর্ককে জোরদার করে।"[৮]

আর এটাই আমার বক্তব্য : বেশ্যা ও বিরাঙ্গনারা সামাজিক-অর্থে দুর্বল, অরক্ষিত। তারা মতাদর্শিকভাবে প্রান্তিক। নারীকে বেশ্যা ডাকা হয় (পুরুষের) নিপীড়নের বিরুদ্ধে তার কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করার জন্য। পিতৃতান্ত্রিক ডিসকোর্সে এই গালি মোকাবেলা করা যায় না (অগ্নিপরীক্ষায় জিতেও সীতা পারেনি) আর এ কারণেই, সিপি গ্যাং এটিকে বাছাই করেছে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের "সঠিক ইতিহাস" তুলে ধরা কখনোই তাদের লক্ষ্য ছিল না।

বিষকাঁটা : "একটু মাফও তো কেউ চাইল না"

"সেম-প্রস [সেমি-প্রস্টিটিউট]।"

ফারজানা ববি পরিচালিত "বিষকাঁটা' ডকুমেন্টারি ছবির (২০১৫)[৯] প্রথম দৃশ্যে বলেন খুলনা শহরের চালের ব্যাপারী আব্দুল ওহাব শেখ।

"প্রস্ কারে কয়?" তিনি ববিকে জিজ্ঞেস করেন।

"বড় পাগলীর নাম শুনেছেন?," ববির প্রশ্ন। "তার ঘটনাটা যদি আমাদের একটু বলেন।"

"এতোটুকু থাকতে চিনি।" হাত বাড়িয়ে ওহাব শেখ ইঙ্গিত করেন যে তিনি রঞ্জিতা মণ্ডলকে বাচ্চা-বয়স থেকে চেনেন।

শিল্পী দিলারা বেগম জলি ও আমি, দুজনে মিলে ববিকে এক গাদা প্রশ্ন করছিলাম। ববির ডকুমেন্টারি ছবির প্রধান তিন চরিত্র - রঞ্জিতা মন্ডল, রমা চৌধুরী ও হালিমা - তিনজনই বীরাঙ্গনা, আমরা তাদের সম্বন্ধে জানতে চাচ্ছিলাম, কীভাবে ববির সাথে পরিচয় হয়েছিল, তাদের রাজি করাতে বেগ পেতে হয়েছিল কিনা, এত বছর পর বীরঙ্গনাদের নিয়ে কেন ছবি নির্মাণ করার কথা ভাবলেন ইত্যাদি। আমার আগ্রহের পিছনে অন্য কারণও ছিল, ববিকে কথা দিয়েছিলাম

"বিষকাঁটা"র ইংরেজি সাবটাইটেল ঝালাই করে দেব, আর তাই তাদের সম্বন্ধে , তারা জীবনকে কীভাবে দেখেন, এত কিছু জানতে চাওয়া। মনে হচ্ছিল ছোটখাটো, টুকটাক যা কিছু জানতে পারি, সেটি তাদের না-বলা কথা উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে, অনুবাদটা আরো সজীব হবে।

"খুব সম্ভব আদর করে," ববি বলেন। "রঞ্জিতা দি'র পিতা, মাতা ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন ওনাকে 'বড় পাগলি' ডাকতেন, আর ওনার ছোট বোনকে 'ছোট পাগলি', ভাইটাকে 'পাগল'। কিন্তু ৭১এর পর, পাগলি তো আর একই জিনিস বোঝায়নি।"

"ও আমাদের দেশি বীরাঙ্গনা," ওহাব শেখ বলেন। "দেশি বীরাঙ্গনা।"

আমি হকচকিয়ে গেলাম, ঠিক শুনেছি কি? দেশি? তার মানে কি? বিদেশী বীরাঙ্গনাও আছে নাকি?

"না, না," বলেন ববি। "উনি বলতে চাচ্ছেন তাকে বাঙালিরা ধর্ষণ করেছে। রাজাকার, স্থানীয় একজন। পাকিস্তানি সৈনিক (বিদেশি) দ্বারা ধর্ষিত হননি।"

রঞ্জিতারা কৃষক পরিবারের, বাড়ির অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। গণ্ডগোলের শুরু থেকে আমরা ওই গর্ত কেটে কেটে তার ভেতরে ছিলাম। আমার বাপ বাড়ি ছেড়ে ইন্ডিয়া যাবে না। আমারে কেউ কোনো ক্ষয়ক্ষতি করবে না, বারবার বলত। আমার তো বড় বড় ছোয়াল নাই। এই গ্রামের মানুষ আমারে ভালোবাসে। বাবা কয়, ইন্ডিয়া আমি চিনি? ইন্ডিয়া যাব কার সাথে? আমারে কেউ মারবে না। মরে গেলে এই বাপের পোতায় বসে মরব।

বীরাঙ্গনা রঞ্জিতা মণ্ডল, "একটু মাফও তো কেউ চাইল না।" 'বিষকাঁটা'র (২০১৫) স্থিরচিত্র। © ফারজানা ববি

ওটা ছিল শ্রাবণ-ভাদ্র মাস। বর্ষা কাদা ছিল আর ওই দিন আমরা বর্ষায় ঘরে আসছি গর্ত থেকে। সেই সময় রাত বাজে এগারটা। অন্তত বিশ-ত্রিশ জন আমাদের ঘর ঘিরে রেখেছিল। তিনজন আমাদের ঘরে উঠল, খোকন, খান জাহান, চোন খোনকার। ঢুকেই আমার মা-বাপরে বাধল। এদের আমি ধর্মের বাবা বলে ডেকেছিলাম। বয়স সে সময় বারো বছর, পড়েছে বারো বছরে, সে সময় আমার বুকটুক ওঠেনি। একটা পাতলা স্যান্ডো [গেঞ্জি] আর একটা হাফ-প্যান্ট পরা। ওরা টেনে খুলে ফেলে দিছিল।

ওহাব শেখ বললেন, "ওর বিয়ে কয়টা তা খাতাপত্তর না দেখে একটুও বোঝা যাবে না। দশটা-বারোটাও হতে পারে, মুসলমান, হিন্দু - সব। ওর ঘরের ছোয়াল মেয়ে মুসলমানেরও আছে, হিন্দুরও আছে।"

কিসের দশ-বারোট বিয়ে, ববির ছবি দেখতে দেখতে ভাবলাম আর আমাদের প্রশ্নের উত্তরে ববি যা যা বলছিল মন দিয়ে শুনলাম : রাজাকাররা যা পারল সব নিয়ে গেল, ওর বাবা-মা সেই আঘাত থেকে কোনোদিন উঠে দাঁড়াতে পারেনি, ওর বাবা তারপর থেকেই শয্যাসায়ী হয়ে গেলেন। রঞ্জিতা'দিকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়, ছেলেটি নিচু বর্ণের, কৃষি-শ্রমিক, ওদেরই ক্ষেতে কাজ করত, ঘটনাটা যেহেতু জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। ওদের সন্তান হয়েছিল কিন্তু উনি হঠাৎ একদিন ইন্ডিয়া চলে যান। না, আর ফিরে আসেনি।

কেন চলে গেলেন?

হয়ত সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির কারণে।

আর বাচ্চারা?

রঞ্জিতা'দি একাই তার কন্যাদের বড় করেন। সরকার বদলের কারণে জীবন আরো কঠিন হয়ে যায়, রাজাকারদের পুনর্বাসন করা হয়েছিল, তারা এসে তিরস্কার করত, তার [পৈতৃক] জমি দখল করে ফেলে।

আমার সেই ব্যথা কোনোদিন যায়নি। এতে কষ্ট লাগে না, মা-বাবার সামনে যদি কাউকে [ধর্ষণ] করে তাতে কষ্ট হয় না!

এই যে চোন খোনকার মারা গেছে, তা মরার আগে সে যদি এসে আমার কাছে হাত-পা ধরে বলত যে আমাকে একটু মাফ করে দাও। একটু মাফও তো কেউ চাইল না।

মুক্তিযুদ্ধের বেঠিক ইতিহাসের পক্ষে যারা, তারা তো মাফ চায়-ই নাই, যারা কিনা সঠিক পক্ষের, তারা বিষবাস্প ছড়ায়।

বেশ্যাদের জীবনকাহিনী : ধর্ষিত, প্রতারিত, অপহৃত

অর্থের বিনিময়ে নিজেদেরে দেহ বিক্রি করা...দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর কিছু না।

সিপি গ্যাং ধরে নিচ্ছে বেশ্যারা নিজেরা কখনো ক্ষতির শিকার হ'ন না। তারা ধরে নিচ্ছে নারীরা নিজ ইচ্ছায় বেশ্যাবৃত্তিতে পদার্পণ করেন। তারা 'স্বাধীন ইচ্ছা'য় নিজেদের এই পেশায় নিজেকে নিয়োগ করেন।

সাংবাদিক কুররাতুল-আইন-তাহমিনা ও শিশির মোড়ল বেশ্যাবৃত্তি নিয়ে একটি অনুসন্ধানী কাজ করেছেন, বাংলাদেশে যৌনতা বিক্রি। জীবনের দামে কেনা জীবিকা (২০০০)।[১০] পুরানো হলেও বইটি অত্যন্ত মূল্যবান।

যতজন মেয়ে ও নারীর সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে একমাত্র ইয়াসমিন নামে একজন বলেছিলেন তিনি স্বেচ্ছায় বেশ্যাবৃত্তি বেছে নেন। তার বাবা ঢাকায় কাজ করতেন, ইয়াসমিনের গ্রামের জীবন পছন্দ ছিল না, প্রায়ই ঢাকায় চলে আসত। "বাবা মার ওপরেও তেমন টান ছিল না। তাঁদের অবস্থা বেশ ভালোই ছিল। অভাবে পড়ে না, ইচ্ছে করে এসেছি।"[১১]

কিন্তু মণিমালা, দীপারানি, চম্পা, মমতাজ, মোমেনার কাহিনী ভিন্ন।

মণিমালার স্বামী তাকে ছেড়ে চলে যায় যখন তার বয়স ১৬-১৭; তিনি গোয়ালন্দ বন্দরের দৌলতদিয়া (ফরিদপুর) পতিতালয়ে পৌঁছান। এক বাড়িওয়ালির ছুকরি হিসেবে কাজ করেন। ছুকরির জীবন ক্রীতদাসীর মতো, 'দিন রাতের যে কোনো সময় খদ্দের আসুক

না কেন বাড়িওয়ালি...কাজ করতে বাধ্য করেন।'[১২]

ছোটবেলায় দীপারানি বাসস্ট্যান্ডে হারিয়ে যায়।[১৩] ওখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল, দুজন লোক এসে সব শুনে ওকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে যশোরে নিয়ে যায় আর পতিতালয়ে বিক্রি করে দেয়। বহু বছর পর, পথ খুঁজে দীপারানি নিজ গ্রামের বাড়িতে যায়, দু দফা যাওয়ার পর বাবা দেখা করতে রাজি হন কিন্তু অন্যত্র, বাড়িতে নয়। এর পর ছোট ভাইটি প্রতি সপ্তাহে পতিতালয়ে আসত, যাওয়ার সময় দীপারানি তার হাতে টাকা গুঁজে দিত। যখন ভাইটি বলল বোনের নামে এক টুকরো জমি কিনে দেবে তখন দীপারানি ওকে প্রায় এক লাখ টাকা দিয়েছিল। সেই শেষ দেখা।

মমতাজের মা ওর বাবার দ্বিতীয় ঘরের বউ, বউদের সম্পর্ক ভালো ছিল না, মমতাজের মা সন্তানদের ছেড়ে সীমান্ত পেরিয়ে ভারত চলে যান গৃহকাজের সন্ধানে। তাকে সোনাগাছির পতিতালয়ে বিক্রি করে দেওয়া হয়। তার স্বামী তাকে নিয়ে ফিরে আসে কিন্তু গ্রামে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল, গ্রামবাসীরা তাদের গ্রামে ঢুকতে দেয়নি। মমতাজের বাবা-মা তিন কন্যাকে নিয়ে ঝিকরগাছা (যশোর) পতিতালয়ে বসতি স্থাপন করে, পরে তারা খুলনার নিকটস্থ বড়দল পতিতালয়ের কাছে চলে যায়। "আমার সবচেয়ে বড় বোনের মাসিক হওয়ার পরপরই তাকেও এই কাজে লাগানো হয়। আমার মনে আছে বাবা নিজে তাকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে মেরে খদ্দরের সাথে ঘরে যেতে বাধ্য করে।"[১৪] মমতাজের বোনরা যখন বাবা-মার খরচপাতি দেয়া বন্ধ করে তখন মমতাজ অগত্যা বেশ্যাবৃত্তি শুরু করে। (পরে মমতাজের গল্পে ফিরে আসতে চাই)।

খুব ছোট বয়সে চম্পাকে কান্দুপট্টির পতিতালয়ে (পুরান ঢাকা) বিক্রি করে দেওয়া হয়। ওর বাবা-মা ওর বিয়ে ঠিক করেছে শুনে ও বাসা থেকে পালিয়ে যায়, "আমি বিয়ে করতে কিছুতেই রাজি ছিলাম না। স্কুলে যেতাম।"[১৫] ওদের গ্রামের একটি মেয়ে ঢাকায় কাজ করত, বলল, ওর খালা নিশ্চয়ই চম্পার জন্য কাজ খুঁজে দিতে পারবে। পরে বুঝলাম ওর খালা হচ্ছে কান্দুপট্টি পতিতালয়ের সর্দারনি। আমরা যখন ওখানে গিয়ে পৌঁছাই তখন কয়েকজন সর্দারনি আমাদের চারপাশে ঘুরঘুর করছিল, আমাদের কিনতে চাচ্ছিল। আমার বয়স তখন ১০-১১, মাসিক শুরু হয় ক'মাস পরে। "একদিন আমাকেও একজন পুরুষের সাথে একটা ঘরে দেয়া হলো।"[১৬] সর্দারনি বলত তিনি আমার মায়ের মতো কিন্তু যদি আমি ওই কাজ করতে না চাইতাম তখন আমাকে বকত, মারত, বেত দিয়েও পেটাত।

মোমেনার বাবা ছিলেন বর্গাচাষী। ওকে অন্য একটি গ্রামে কাজ করতে দেয়া হয়েছিল। "বাড়ির গিন্নি খুব মারত ...মারের ভয়ে পালালাম।"[১৭] ঢাকাগামী বাসে উঠে পড়লাম, একজন গার্মেন্টসে চাকরি পাইয়ে দেবে বলল। মোমেনা ওর সাথে যায়, সেই লোক ওকে কান্দুপট্টি পতিতালয়ে বিক্রি করে দেয়।

বাংলাদেশে পতিতাবৃত্তি নিয়ে মাঠপর্যায়ের গবেষণা প্রথম করেন অধ্যাপক জারিনা রাহমান খান (তার সহগবেষক ছিলেন নৃবিজ্ঞানী অধ্যাপক হেলালউদ্দিন খান আরেফিন)। তিনি বলেন, মেয়েরা বেশ্যাবৃত্তিতে আসে কারণ বিকল্প পেশা বা আয়ের সম্ভাবনা নেই। যদি জীবীকা আয়ের ভিন্ন সুযোগ থাকত তাহলে মেয়েরা কখনো এই পেশা বেছে নিত না।[১৮]

জুলিয়া ও'কনেল ডেভিডসন বেশ্যাবৃত্তি বিষয়ে এথনোগ্রাফিক গবেষণা করেছেন, যুক্তরাজ্যে পতিতা ও তাদের খদ্দেরদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, পর্যটন-সংশ্লিষ্ট পতিতাবৃত্তি নিয়ে বহু দেশে (থাইল্যান্ড, কিউবা, কস্তা রিকা, ভেনেজুয়েলা, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, ডমিনিকান রিপাবলিক, জামাইকা, রাশিয়া, চীন) গবেষণা করেছেন; প্রস্টিটিউশান, পাওয়ার অ্যান্ড ফ্রিডম (১৯৯৮) সহ বেশ্যাবৃত্তি নিয়ে আরো অনেক বই লিখেছেন। মোটা দাগে বললে তার যুক্তি অধ্যাপক জারিনা রাহমান খানের মতোই, তফাৎ এটুকু যে ডেভিডসনের বিশ্লেষণ আরো সূক্ষ্ম।[১৯] তিনি বলেন, যে সমাজে বিষমকামিতা প্রধান সেখানে যে নারীরা নিজের যৌনতাকে পণ্য করতে সম্মত আর যারা সম্মত নন, এই দুই ধরনের নারীদের মধ্যকার পার্থক্য 'গুরুত্বপূর্ণ'।[২০] পশ্চিমা সমাজে যেই ব্যক্তি-নারীটি পতিতা হিসেবে কাজ করেন তাকে হয়ত নিন্দা করা হয় না কিন্তু সাধারণভাবে পেশাটাকে "জঘন্য" ভাবা হয়।[২১] লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিজের যৌনতা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ব্যবহার করেছে এমন ধারণা যদি কারো সম্বন্ধে রটে, তাহলে তাকে মন্দ চোখে দেখা হয়। যারা বেশ্যাবৃত্তি বাদে অন্য কোনো পেশায় উন্নতিলাভ করে তাদের ভাগ্যে তিরস্কার জোটে, "সেক্স করে উপরে উঠেছে।" বাস্তবে, ডেভিডসন বলেন, "বহু নারীর ক্ষেত্রে তাদের যৌনতার অর্থনৈতিক মূল্য তাদের অন্য কোনো দক্ষতা, গুণ বা যোগ্যতা যা বাজারে বিক্রয়যোগ্য তার চাইতে অনেক বেশি।"[২২]

এখন আমি মোমতাজের প্রসঙ্গে ফিরে যেতে চাই। ১৯৭১ সম্বন্ধে বাংলাদেশে যৌনতা বিক্রি বইয়ে তার বয়ান : তখন আমি ক্লাস থ্রিতে পড়ি। বাবার সাথে হাটে গিয়েছিলাম, তখন প্রথম শুনি "মিলিটারি" আসছে।[২৩] মানুষ সব ছেড়ে পালাল, শাক-সব্জি যার কাছে যা ছিল, ফেলে থুয়ে পালাল। আমরা পতিতালয়ে ফিরে যাই কিন্তু সেটা নিরাপদ ছিল না। একারণে আমার বাবা আমাদের গ্রামে নিয়ে যান, একটি দখল-করা হিন্দু বাড়িতে। কিন্তু মা আমাদের সাথে আসেনি, আমার বোনের ছেলের সাথে পতিতালয়ে থেকে যান। আমরা নদী পার হলাম, মাঝিরা পালিয়ে গিয়েছিল তাই আমাদের সাঁতরাতে হলো। ততক্ষণে "মিলিটারি" বাজারে পৌঁছে গেছে, তারা আমাদের দিকে গুলি ছোঁড়ে কিন্তু আমরা নিরাপদে হিন্দু বাড়িতে পৌঁছে যাই। আমার বোনের পরনে ছিল একটি লাল শাড়ি, হয়ত রংটা তাদের চোখে পড়ে, যাই হোক, তারা আমাদের খুঁজে পায়, বাড়ি ঘিরে ফেলে। আমার বাবাকে বেধে নদীর ধারে নিয়ে যায়। আমার বড় বোনকেও নেয়। আমার বাবাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল কিন্তু আমার বোন বাধা দেয়। ওদের সাথে চলে যায়, সকালে ওরা বোনকে ছেড়ে দেয়। বাবাসহ বাড়ি ফিরে আসে।

এখন সিপি গ্যাংয়ের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের কী হবে? তাদের 'সংজ্ঞা'মতে বেশ্যা ধর্ষিত হতে পারে না, তাদের যুক্তি ধরে এগোলে, অর্থ এই দাঁড়ায় যে বেশ্যার পক্ষে বীরাঙ্গনা হওয়া সম্ভব না (কিন্তু বীরাঙ্গনাকে উঠতে-বসতে "বেশ্যা" বা "সেম-প্রস" ডাকলে তাতে কোনো সমস্যা নাই)। মুক্তিযুদ্ধ ছিল জনগণের যুদ্ধ, তার মানে সব ধরনের নারী-পুরুষ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে - কৃষক, মাঝি, বেপারি, মুচি, রিকশাচালক, ছিঁচকে চোর, ভিক্ষুক...এমনকি যেই নারীরা বেশ্যা হিসেবে কাজ করেন, তারাও।

কিন্তু সিপি গ্যাং-এর ব্যানারের বক্তব্য ধরে নিচ্ছে যে বেশ্যারা (হায়, হায়, আল্লাহ মাপ করুক) মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি/তাদের পক্ষে করা সম্ভব না।

আবারো, "সঠিক ইতিহাস" এর অস্বীকার।

রেহনুমা আহমেদ: লেখক, গবেষক, কলামিস্ট।
ইমেইল: rahnumaa@gmail.com

বাম থেকে : রাশু, ফারজানা ববি ও কন্যা উজানিয়া, রেহনুমা আহমেদ, রঞ্জিতা মণ্ডল ও দিলারা বেগম জলি। বিষকাঁটা'র প্রিমিয়ার শো উপলক্ষে রঞ্জিতা'দি স্বামী আবু তাহের সহ ঢাকায় এসেছিলেন। ববিদের ঢাকার বাসায়, ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

তথ্যসূত্র :

১। Jonathan Charteris-Black, "Forensic deliberations on purposeful metaphor," *Metaphor and One Social World,* 2(1), 2012।

২। উপরোক্ত, পৃ. ২।

৩। উপরোক্ত, পৃ. ৪।

৪। উপরোক্ত, পৃ. ৫।

৫। Jonathan Charteris-Black, Politicians and Rhetoric: *The Persuasive Power of Metaphor,* Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan, 2011, পৃ. ১৩-১৪।

৬। Stephen J. Ball cited in Charteris-Black, "Forensic Deliberations," প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

৭। উপরোক্ত, একই পৃষ্ঠা।

৮। উপরোক্ত, একই পৃষ্ঠা।

৯। ফারজানা ববি পরিচালিত বিষকাঁটা বাংলাদেশ শর্ট ফিল্ম অ্যান্ড ডকিউমেন্টারি ফিল্ম ফেস্টিভাল এ শ্রেষ্ঠ পরিচালক পুরস্কার পায় ২০১৬ সালে।

১০। কুররাতুল-আইন-তাহমিনা ও শিশির মোড়ল, *বাংলাদেশে যৌনতা বিক্রি। জীবনের দামে কেনা জীবিকা,* ঢাকা : সেড (সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউমান ডেভেলপমেন্ট), ২০০০।

১১। উপরোক্ত, পৃ. ১৩৫।

১২। উপরোক্ত, পৃ. ৭৫।

১৩। উপরোক্ত, পৃ. ১১১-১১৪।

১৪। উপরোক্ত, পৃ. ১১৭।

১৫। উপরোক্ত, পৃ. ১২৩।

১৬। উপরোক্ত, পৃ. ১২৪।

১৭। উপরোক্ত, পৃ. ১২৭।

১৮। উপরোক্ত, পৃ. ১৯।

১৯। Julia O'Connell Davidson, "Sex for Sale," প্রবন্ধের প্রকাশনা তারিখ নেই, দেখুন www.nottingham.ac.uk।

২০। উপরোক্ত, পৃ. ৩।

২১। উপরোক্ত, পৃ. ৪।

২২। উপরোক্ত, পৃ. ৪।

২৩। বাংলাদেশে যৌনতা বিক্রি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।